দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 30 OCT 1997
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

১৫৬

শিক্ষাঙ্গন

ছাত্র জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

আজকের ছাত্র-ছাত্রীরাই দেশের আগামী দিনের ভবিষ্যত। কেননা আজকের ছাত্র-ছাত্রীরাই পরবর্তীতে দেশের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত থাকবে। সুতরাং তারা যদি সৎ, নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের সাথে পড়াশুনা করে গড়ে উঠে, তবেই আমাদের দেশের ভবিষ্যত ভাল হবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ না হয়ে আজ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। ফলশ্রুতিতে তারা বিদ্যাশিক্ষা থেকে পিছিয়ে পড়ছে। উপরন্তু শিক্ষাঙ্গণে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠেছে এবং এ সমস্ত ছাত্র সংগঠন যে উদ্দেস্যে গড়ে উঠে তা বাস্তবায়িত না হয়ে বিভিন্ন ধরণের বিসৃংখলা সৃষ্টি করছে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অস্ত্র ও বোমার ভয়ে উঠে নৈরাজ্য পুরীতে পরিনত হয়েছে। তাই সর্বপ্রথম ছাত্র-ছাত্রীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে রাজনীতিতে জড়িয়ে না পড়া। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের সকল সময় সচেষ্ট থাকতে হবে যেন শিক্ষাঙ্গণে কলুষমুক্ত থাকে।

ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বদা বিভিন্ন সৎ কাজে জড়িত থাকতে হবে। সৎ কাজ বলতে বুঝায় যে কাজ থেকে ব্যকিত, সমাজ তথা রাষ্ট্র উপকৃত হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য প্রতিটি শহরে ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটির সময়ে গ্রামে ফিরে যেতে হবে। গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কাজে তাদের অংশগ্রহন করতে হবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের আড্ডা দেয়া সমাজের জন্য এক অভিশাপ স্বরূপ। কেন না আড্ডা থেকে তারা বখাটে ও চরিত্র হিন হয়ে বিভিনন খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। সুতরাং এ ধরনের খারাপ আড্ডা থেকে ছাত্র-ছাত্রদের বিরত থাকতে হবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থ উপার্জনের বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। তম্মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত ও সহজ পন্থা নিজ এলাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানো অর্থাৎ টিউশনি করা। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে নিজের পড়ার খরচ নিজেকেই জোগার করার কথা চিন্তে করতে হবে। এ ধরনের উপার্জন কলেজে উঠার পর থেকে করা যেতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াসুনার সাথে সাথে নিজেরাই বিভিন্ন ধরনের খণ্ডকালীন কাজ করে থাকে। সুতরাং আমরা ও অলস ভাবে বসে না থেকে অন্ততঃ একটি টিউশনির ব্যবস্থা করতে পারি। টিউশনি করাকে আমরা পেশায় পরিনত করবো না বা খারাপ দৃষ্টিতে দেখবো না। খেলাধুলা করা প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর অবশ্যই কর্তব্য। কেন না এতে শরীর ও মন ভাল থাকে। ফলান্ত বিতে কঠিন পরিশ্রমী হওয়া যায়।

ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাই তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অথবা নিজ এলাকায় বিতর্ক প্রতিযেগিতা, শিক্ষামূলক সেমিনার, সিপোজিয়ামের আয়োজন করতে পারে। এ ধরণের কর্মকাণ্ডের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভিতর দায়িত্ববোধ জমাবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য যপুস্তকের সাথে সাথে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষামূলক বই পড়তে হবে। তাদের অধ্যয়নের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রমী হতে হবে। পরীক্ষায় কোন দিন যেন নকল না করতে হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখেই পড়াসুনা করতে হবে।

এতসব যদি আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা করতে পারি, তা হলে আমাদের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর জীবন সুন্দর ও স্বার্থক হয়ে উঠবে এবং দেশ ও হবে উপকৃত।

—মোস্তফা জসিম রায়হানী